SOCIAL GROUP (2)-সামাজিক গোষ্ঠী

PAPER-DSE 1A, EDUCATION (PASS)

HMV

তৃতীয় পরিচ্ছেদ	সামাজিক গোষ্ঠী Social Groups

[সামাজিক গোষ্ঠী — সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেনীবিভাগ, প্রাথমিক গোষ্ঠী, গৌন গোষ্ঠী, অর্ন্তগোষ্ঠী, বহির্গোষ্ঠী, স্থায়ী গোষ্ঠী, অল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী, সামাজিক আদানপ্রদান ও শিক্ষাগত তাৎপর্য।]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যূথবদ্ধতার প্রবনতা মানুষের মধ্যে থাকার কারণে দলবদ্ধভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মানুষ থাকতে ভালবাসে। শিশুর জন্ম হয় পরিবারের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে সে বিকশিত হয় নিজের পরিজনদের মধ্যে। কালক্রমে পরিবারের সীমিত গন্ডী অতিক্রম ক'রে, প্রাথমিক সামাজিকীকরণের স্তর পেরিয়ে বৃহত্তর সামাজিক জগতে প্রবেশ ক'রে। তখন তার সামনে এক বৃহত্তর সমাজজীবন উন্মুক্ত হয়। নানা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন তার সামনে পরিব্যাপ্ত থাকে। প্রথমে পাড়া প্রতিবেশী, তারপর বিদ্যালয়, খেলার দল, ক্লাব এইভাবে সে বিভিন্ন সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে সমাজের এই সমস্ত সংগঠনের মাধ্যমে। এই সকল সংগঠনগুলিকে সাধারণত 'গোষ্ঠী' (Groups) বলা হয়।

মানুষের জীবনে এই সামাজিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমাজ ও তার স্বরূপ, সাংস্কৃতিক ভাবধারা ইত্যাদি বহুমুখী ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় এই গোষ্ঠীগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিচিত্র আধার। তবে সামাজিক গোষ্ঠী কোনভাবেই সমাজ হিসাবে প্রতিপন্ন হবে না। অধ্যাপক **Gisbert**-এর মতে, "A Society is considered to be more permanent, inclusive and organised than the group: but the difference between them is of degree rather than of kind....."

মানুষের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে। গোষ্ঠী ব্যতিরেকে ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব। আবার ব্যক্তি ব্যতিরেকে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আবির্ভাব অসম্ভব। [illegible] সমাজ এত ধরণের গোষ্ঠী ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজে অসংখ্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো গোষ্ঠীর সভ্য হওয়া না হওয়া তার ইচ্ছা

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

অনিচ্ছার উপরও নির্ভরশীল নয়। সুতরাং বর্তমানে গোষ্ঠী মানুষের জীবনে এর ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা পালন করছে।

যখন কতিপয় মানুষ একটি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যেমন একটি সংহতি একতা এবং এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান থাকে, তেমনি গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তিদের থেকে এক স্বাতন্ত্র্য বোধও সদস্যদের মধ্যে থাকে। অধ্যাপক T. B. Bottomore সামাজিক গোষ্ঠীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হ'ল—"A Social group may be defined as an agregate of individuals in which (i) defined relations exist between the individuals comprising it and (ii) each individual is conscious of the group itself and its symbol."

অধ্যাপক R. M. Maclver এবং C. H. Page গোষ্ঠীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হ'ল "By group we mean any collection of human beings who are brought into social relationships with one another. Social relationship involve, as we have seen, some degree of reciprocity between those related some measure of mutual awarness as reflected in the attitudes of the members of the group". সুতরাং তাঁদের মতে গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এই দুই সমাজতত্ত্ববিদের দেওয়া সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পারস্পরিক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের যে কোন সমষ্টিই হল গোষ্ঠী। তাহলে এই অর্থে, পরিবার, গ্রাম, শহর, শ্রমিক সঙ্ঘ, সামাজিক জাতি, উপজাতি সকলকেই গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে, অধ্যাপক P. Gisbert-এর গোষ্ঠী সম্বন্ধে সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সরল। তাঁর সংজ্ঞাটি হল—"A Social group is a collection of indivudials interacting on each other under a recognizable structure. It may be a political party, a cricket club or a social class." অর্থাৎ গোষ্ঠী বলতে বোঝায় পারস্পরিক ক্রিয়াশীল ও সম্পর্কযুক্ত এবং স্বীকৃত সংগঠন সম্বলিত মানব সমষ্টি। এই

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

অর্থে রাজনৈতিক দল, খেলাধূলার ক্লাব, অথবা যে কোন সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন কিন্তু এখানে তিনি কোন-গোষ্ঠী চেতনার কথা উল্লেখ করেননি।

বহু সমাজবিজ্ঞানী নানান ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন গোষ্ঠী সম্বন্ধে। ঐ সমস্ত সংজ্ঞগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক গোষ্ঠী হ'ল এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তিসমষ্টি। তাদের মধ্যে গভীর এক পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে এবং সদস্যরা সকলেই এই সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। এই গোষ্ঠী আবার সমাজে একটি স্বীকৃত সংগঠন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নিয়েই এই গোষ্ঠীর সৃষ্টি যার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে এবং সদস্যদের মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

গোষ্ঠী জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য :

মানুষ তার আত্মীয়, পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু, সহযোগী প্রভৃতি নানা জনকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী তৈরি করে। নানাধরনের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এবং সুস্থ সুন্দর স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক সমাজজীবন যাপনের জন্য গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ গোষ্ঠীগুলির মিলনেই জটিল সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি হতে পারে। কারণ ঐ গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে মানুষ তার বিভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে।

সামাজিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারনা গঠন করা আবশ্যক।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত : গভীর পারস্পরিক এক সম্পর্ক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ একটি সামাজিক সম্পর্কের অস্তিত্ব গোষ্ঠীর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত : গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অখণ্ড সমগ্রতার চেতনা সৃষ্টি হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে যে সদস্যরা থাকেন তাদের মধ্যে একাত্মতা থাকে। তারা একা বিচ্ছিন্ন নন এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। গোষ্ঠীর মধ্যে এই সমগ্রতার একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বা বর্তমান থাকে।

তৃতীয়ত : গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকলেও বৃহত্তর গোষ্ঠী স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গোষ্ঠীগত মনোভাবের কারণে গোষ্ঠী চেতনার উন্মেষ ঘটে। গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে সদস্যরা প্রেম, প্রীতি, সুখ, ভালোবাসার অনুভূতি লাভ করে এবং একে অপরের সহয়তা করে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

চতুর্থত : সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বর্তমান থাকে যার উপর নির্ভর করে গোষ্ঠীজীবনের স্থায়িত্ব ও ঐক্য। একে অপরের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার প্রবনতা গড়ে ওঠে ও গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সুস্থ সুন্দর অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

পঞ্চমত : সামাজিক গোষ্ঠীর কাঠামো, চরিত্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। কোনো গোষ্ঠীই চিরকাল একই প্রকার থাকে না। গোষ্ঠী গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সমাজের এবং সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন সময় গোষ্ঠীর সংগঠন ও চরিত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।

ষষ্ঠত : সমাজজীবনের বুনিয়াদ হল গোষ্ঠী। সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদিত হয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে। গোষ্ঠী জীবনের মাধ্যমে মানুষের সকল প্রকার চাহিদা, প্রয়োজন, ও স্বার্থ তৃপ্ত ও রক্ষিত হয়। সুতরাং গোষ্ঠীগুলি সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো সৃষ্টি করে।

সপ্তমত : গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যেহেতু একতা ও সংহতির ভাব জন্ম নেয়, সেই কারণে তাদের মধ্যে "আমরা বোধ" (We-feeling) গড়ে ওঠে।

অষ্টমত : গোষ্ঠীজীবন রীতিনীতি মেনে চলে এবং এটি সমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীজীবন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার, বিদ্যালয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গোষ্ঠীর মাধ্যমে শিশু সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করে ধীরে ধীরে শিশু, সমাজের রীতিনীতি, আচার আচরণ আয়ত্ব করে এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং গোষ্ঠী জীবন ব্যক্তিকে সকল প্রকার সামাজিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। গোষ্ঠী জীবনের মাধ্যমেই মানুষের আশা আকাঙ্খা পূর্ণতা পায়। সাংস্কৃতিক জীবন গোষ্ঠী জীবন ব্যতিত কখনই বিকশিত ও সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, বলা যেতে পারে, সামাজিক গোষ্ঠী মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা নানাভাবে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

VII. সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Social Groups) :

সমাজে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক গোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। নানা ধরণের উদ্দেশ্য

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

নিয়ে, নানা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে নানা সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

অধ্যাপক C. H. Cooley তাঁর 'Social Organisation-গ্রন্থে সর্বপ্রথম সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করেন। তবে তিনি প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে গৌন না বলে 'অন্যান্য' গোষ্ঠী আখ্যা দিয়েছেন।

অধ্যাপক T.B. Bottomore তাঁর 'Sociology' গ্রন্থে বলেন যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ক'রে গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন— গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আবেগপ্রবণতা বা বৌদ্ধিক প্রকৃতি, গোষ্ঠীর আকৃতি ও স্থায়িত্ব। অধ্যাপক Maclver and Page-এর অভিমত অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। M. Gins Berg মোটামুটি একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে গোষ্ঠীর আয়তন, স্থায়িত্ব বা আঞ্চলিক বন্টন, উদ্দেশ্য ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গোষ্ঠীর বিভাজন করা হ'য়ে থাকে।

গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) প্রাথমিক গোষ্ঠী **(Primary Group)**

২) গৌন গোষ্ঠী **(Secondary Group)**

অধ্যাপক Gisbert গোষ্ঠীর এই দুই শ্রেণীবিভাগকে মৌলিক হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "There are many criteria by which social groups may be classified .... But the most fundamental is the division into primary and secondary groups." যখন সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে তখন তাকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন পরিবার। আর যখন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হয় পরোক্ষ বা গৌণ তখন তা গৌণ গোষ্ঠী। যেমন—রাজনৈতিক দল।

অধ্যাপক W. G. Sumner আবার সামাজিক গোষ্ঠীকে 'অন্তর্গোষ্ঠী' এবং বর্হিগোষ্ঠী (In-Group & Out Group) হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। যে গোষ্ঠীতে সদস্যদের

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা রয়েছে সেই গোষ্ঠীকে তিনি অন্তর্গোষ্ঠী আখ্যা দিয়েছেন। এখানে সদস্যরা গভীর মমত্ববোধে সংযুক্ত থাকে এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় আন্তরিক বোধ যুক্ত হয়। সদস্যদের মধ্যে 'আমরা-বোধ' (We-feeling) গড়ে ওঠে। যেমন— নিজের পরিবারের মধ্যে, পাড়া, ক্লাব, ইত্যাদির সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এর ঠিক বিপরীতে রয়েছে "বহির্গোষ্ঠী" যে গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা নন, তাঁদের কাছে সেই গোষ্ঠী তখন উদাসীন অথবা শত্রু মনোভাবাপন্ন। যেমন মোহনবাগান ক্লাবের সদস্যরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন অথবা ঠিক বিপরীতও বলা যায়। এক্ষেত্রে এক গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে অন্য গোষ্ঠী বহির্গোষ্ঠী।

আবার স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আরও দুধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর কথা বলা যায়— স্থায়ী গোষ্ঠী ও অল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী (Permanent Group and Transitory Group) পরিবার বা জ্ঞাতি, শ্রেণী ইত্যাদি যে গোষ্ঠী তা মোটামুটি স্থায়ী গোষ্ঠী। অপরদিকে কোন ঘটনার জন্য যখন ভিড় জমে যায় তখন তাকে অল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী বলা যায়। যেমন ভিড় ইত্যাদি।

অনেক সময় কর্মপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীকে বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal Group and Informal Group) এইভাবে বিভক্ত করা যায়। যে গোষ্ঠীর মধ্যে সদস্যরা গোষ্ঠী নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করে এবং তাদের আচরন গোষ্ঠীর বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাকে বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ। আবার এর বিপরীতে যে গোষ্ঠীতে সদস্যদের উপর গোষ্ঠীর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সদস্যরা কাজে কর্মে ও চিন্তা ভাবনায় সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করে, তাকে অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এছাড়াও, যখন গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা না হওয়া সদস্যদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে তখন গোষ্ঠীকে **'ঐচ্ছিক গোষ্ঠী ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী'** (Voluntary Group and Involuntary Group) হিসাবে শ্রেণীবিভাজন করা যায়। ঐচ্ছিক গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজের ইচ্ছা বশতঃ সদস্যপদ গ্রহণ করে। যেমন ফুটবল ক্লাব। যখন গোষ্ঠীর সদস্যপদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা যায় তখন তাকে অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী বলা হয়।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সুতরাং গোষ্ঠীকে তার প্রকৃতি, সদস্যদের সম্পর্কের গভীরতা, এ সম্পর্কে সদস্যদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাজন করা যায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর যে সংজ্ঞা সর্বপ্রথম অধ্যাপক Cooley-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাতে তিনি বলেছেন যে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল মুখোমুখি সম্পর্ক ও সহযোগিতা (Face-to-face association and co-operation)। শিশুর মধ্যে সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ গঠন করতে প্রাথমিক গোষ্ঠী মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এই প্রাথমিক সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গের ফল, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখলে, সাধারণ অখণ্ডতার মধ্যে ব্যক্তিমানবের একটি বিশেষ ধরণের সংযুক্তি, যাতে নিজের সত্ত্বা একাধিক উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর সাধারণ জীবন ও অভিপ্রায়ের সহিত সামিল হয়। এই অখণ্ডতাকে সরলভাবে চিন্তা করলে তা হয়ে দাঁড়ায় "আমরা" এবং এখানে "আমরা" শব্দটির মধ্যে দিয়ে একটা সহানুভূতি ও পারস্পরিক একাত্মতার উদ্ভব হয়।

সুতরাং "আমরা" এই মনোভাবটিই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অখণ্ডতার আসল পরিচয়। পরিবার, পাড়ার ক্লাব ইত্যাদির মধ্যে যেমন এক অন্তরঙ্গ অখণ্ডতা, "আমরা" এই অনুভূতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, সেটিই হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর মূল বৈশিষ্ট্য।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিই হল সামাজিক সংগঠনের মৌল উপাদান। অধ্যাপক MacIver and Page তাঁদের Society : An Introductory Analysis নামক গ্রন্থে লিখেছেন : "The Simplest the first, the most universal and all forms of association is that in which a small number of persons meet face-to-face for companionship, mutual aid, the discussion of some questions that concerns them all, or the discovery and execution of some common policy."

মানবসমাজের এক সহজ সরল, ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী হ'ল প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং এই গোষ্ঠী হ'ল সার্বিক যেখানে সদস্যরা মুখোমুখি নানা ধরনের প্রশ্নের আলোচনা করে অথবা নীতি নির্ধারন করে।

REDMI NOTE8 PRO
AI QUAD CAMERA

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Primary Group) :

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সেগুলি হল নিম্নরূপ :

১) দৈহিক নৈকট্য (Physical Proximity) :

দৈহিক নৈকট্য বা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য, চিন্তাভাবনা ও পারস্পরিক আদান প্রদানকে সহজতর ক'রে তোলে। অন্তরঙ্গতা নির্ভর করে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক মূল্যবোধের উপর। এর ফলস্বরূপ এক আত্মীয়সুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে। তবে দৈহিক সান্নিধ্য থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বয়স, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় না।

২) আয়তন (Size) :

গোষ্ঠীর আয়তনের উপর নির্ভর করে মুখোমুখি সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা কতটা গভীর। গোষ্ঠীর আয়তন ক্ষুদ্র হ'লে সম্পর্ক যত গভীর হয়, গোষ্ঠীর আয়তন বিশাল হলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তত ক্ষীণ হয়। অর্থাৎ গোষ্ঠীর আয়তন অন্তরঙ্গতার এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৩) সম্পর্কের স্থিতিকাল বা স্থায়িত্ব (Stability) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যত বেশী সাক্ষাৎকার হবে তত বেশী আন্তরিকতায় গভীরতা আসবে। গোষ্ঠীর স্থিতিকাল দীর্ঘতর হয় সদস্যদের মধ্যে আবেগ, অনুভূতির কারণে। তারপর ক্রমে ক্রমে সদস্যদের কাছে গোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্যের চাইতে গোষ্ঠী নিজেই মুখ্য হ'য়ে যায়। অধ্যাপক Kingsley Davis- এর মতে অনুষঙ্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী বা পৌনঃপুনিক হ'লে অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতই তা জীবনের ধারার একটি অংশের মত হয়।

৪) উদ্দেশ্যের সমতা (Identity of ends) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের উদ্দেশ্য মোটামুটি এক ও অভিন্ন। প্রতিটি সদস্য এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগী হয়। প্রতিটি সদস্যই সকলের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে। তবে একজন সদস্য অন্য সদস্যদের স্বার্থে নিজের স্বার্থ সকল সময় বিসর্জন দেবে বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু গোষ্ঠীর স্বার্থ ও কেন্দ্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সেই স্বার্থবোধের

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়। এটি একটি সুগভীর আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি যার ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এক মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য সৃষ্টি হয়। একেই অধ্যাপক Cooley "আমরা মনোভাব" (We feeling) আখ্যা দিয়েছেন।

৫) সম্পর্কের স্বকীয় মূল্য (Instinct Value of Relationship) :

প্রাথমিক সম্পর্ক কোন স্বার্থ প্রণোদিত নয়, এই সম্পর্ক স্বয়ং সম্পূর্ণ। এখানে একাত্মতা দেখা যায়। বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। সুতরাং এর স্বকীয় মূল্য বর্তমান। এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আত্মিক সংযোগের গভীরতা প্রকাশ পায়।

৬) সম্পর্কের ব্যক্তিগত প্রকৃতি (Personal Relationship) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা একান্তই ব্যক্তিগত। একজন সদস্য দীর্ঘদিন অন্যত্র চলে গেলে গভীর সম্পর্ক দুর্বল হ'য়ে পড়ে বা সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সার্বিক ও ব্যাপ্ত। নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে।

৭) অভিন্ন পটভূমি (Similarity of Background) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা অভিন্ন পটভূমির হওয়ার ফলে তাদের অভিজ্ঞতা ও বোঝাপড়ার মান সমপর্যায়ের হয়। তা না হ'লে গভীর অনুভূতি বা একাত্মতা গড়ে উঠতে পারবে না।

৮) স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক (Spontaneous Relationship) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা কোন আদেশ বা নির্দেশ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় এর সদস্য হয়। সুতরাং সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। বস্তুতঃ কোন অনুষ্ঠান বা অঙ্গীকারের কোন স্থান নেই এখানে। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গোষ্ঠীর সদস্যরা এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

VIII. শিক্ষার ক্ষেত্রে ও মানব সমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা (Role of Primary groups in Education and Human Society) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। এখানে সদস্যদের মধ্যে যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান তা সমাজের স্থায়িত্ব এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এই বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের মত প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে সামাজিক সত্তা গঠন করে এই গোষ্ঠীগুলি। অধ্যাপক Cooley-র মতে, আমাদের সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ নিরূপণের ক্ষেত্রে এদের মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। পরিবার, খেলাধূলার সংস্থা বা ক্লাব, সমবয়সীদের ক্লাব, বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসাবে শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুকে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক বা সভ্য করে তোলার জন্য এক বিশেষ সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। সমাজের আচার-আচরণগুলি আয়ত্ব করা, বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা, সামাজিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সমাজে নিজের কর্তব্য, দায় দায়িত্বপালন ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এ সমস্তই সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিকীকরণের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশ লাভ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি এই প্রক্রিয়াটি সম্পাদন ক'রে শিশুকে ধীরে ধীরে সামাজিক সভ্য হিসাবে গ'ড়ে তোলে। আবার প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এগুলির মাধ্যমেই সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির সঞ্চালনেও গোষ্ঠীগুলি অনন্য ভূমিকা পালন করে। জন্মের পর সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজস্বীকৃত আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারনা আয়ত্ব করে থাকে। শিশুকালের এই সকল ধারনা গঠন করার দায়িত্ব পালন করে তার পরিবার, খেলাধূলার সঙ্গীরা, সমবয়সীদের সংস্থা ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি। সমাজ জীবনের জটিলতার সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেয় আন্তরিক মমত্ববোধ ও অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে এই সকল প্রাথমিক গোষ্ঠী। অধ্যাপক Maclver and Page একই অভিমত পোষণ করে বলেন যে প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিবার শিশুকে সমাজের দুর্জ্ঞেয়, জটিল রহস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তৈরী গোষ্ঠীগুলি শিশুর সামাজিক আবেগকে সৃষ্টিশীল প্রকাশ ভঙ্গিমা দান করে। সুতরাং শিশুর জীবনের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক হল প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যা অন্য কোন ধরনের গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ মানুষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। এটি একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যান্য যে সমস্ত গোষ্ঠী বা বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন আছে তার মধ্যে দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সুযোগ নেই। কারণ সেই সংস্থা গুলিতে সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক বা গভীর অন্তরঙ্গ কোন সম্পর্ক বর্তমান নয়। সেজন্য মানুষ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির আশ্রয় নেয়, যেখানে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা মমত্ববোধ এ সমস্তই বর্তমান। এই সান্নিধ্য শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যেমন সাহায্য করে, তেমনি মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। অতএব প্রাথমিক গোষ্ঠী এখানে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তিত্বের সুকুমার বৃত্তির বিকাশে সামাজিক গোষ্ঠীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সাহায্যেই শিশুর মধ্যেকার প্রেম প্রীতি, দয়া, ভালবাসা, মমতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এই সুকুমার বৃত্তিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিকে উৎসাহ দান ক'রে, সৃজনশীল ক'রে তুলতে ও সমাজ জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ গঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ যে স্বার্থপরতার মনোভাব থাকে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর গভীর আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ তা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানুষের 'আমি সর্বস্ব' চিন্তা ভাবনা প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে 'আমরা' এই মনোভাবে রূপান্তরিত হয়। এই মনোভাব সমাজের দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিতে সদস্যরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। অন্যান্য যে সমস্ত সংগঠন রয়েছে সেখানে সদস্যদের মধ্যে কোন আন্তরিক সম্পর্ক না থাকার কারণে স্বতঃস্ফূর্ততাও থাকে না। একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক থাকার কারণে ব্যক্তি বা শিশু নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পায় যা স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা যে কোন কাজ বা দায়িত্ব একযোগে মিলিতভাবে সম্পাদন করে। পারস্পরিক বন্ধনের ফলে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তার ফলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একটি সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে ওঠে। সুতরাং প্রাথমিক গোষ্ঠী একটি একক হিসাবে কাজ করে এবং সদস্যরা একই ধারায় কার্য সম্পাদন করে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি এবং বিশ্বায়নের ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবনধারা সমস্তই পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবুও পরিবার, সঙ্গীসাথীদের খেলার সংস্থা, ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি এখনও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং সমাজ জীবনকে প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গৌন গোষ্ঠী (Secondary Group) :

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বাইরে আরও একধরনের গোষ্ঠী রয়েছে যেখানে সদস্যরা পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্কযুক্ত নয়। এই সকল গোষ্ঠীর আয়তন বৃহৎ এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাদের সৃষ্টি, সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সীমিত। এই সকল গোষ্ঠীকে বলা হয় গৌন গোষ্ঠী (Secondary Group) এই গৌন গোষ্ঠী বৃহদাকার হওয়ার ফলে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অনির্দিষ্ট ও ক্ষীণ। এখানে সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক একেবারেই পরোক্ষ। সাংগঠনিক বা আনুষ্ঠানিক দিক এখানে প্রাধান্য পায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বনিক সঙ্ঘ, নৃত্যশালা, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি।

আধুনিক সভ্য সমাজে গৌন গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা ও প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। কারণ সমাজের মানুষের নানা ধরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সমস্ত গৌন গোষ্ঠীগুলি। অধ্যাপক Kingsley Davis-এর মতে, গৌনগোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিপরীত গুণসম্পন্ন। এই সকল গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ তাদের দৈহিক নৈকট্য নেই। গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেও তাদের সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এখানে সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক হ'ল ব্যপ্তিহীন। অধ্যাপক Maclver and Page এই গৌন গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা, ভোট প্রার্থী ও ভোটদাতা, উকিল ও মক্কেল, ছাত্র ও শিক্ষক প্রভৃতির কথা বলেছেন।

যদি আমরা শিক্ষক ও ছাত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করি তবে দেখা যাবে যে শিক্ষক ও ছাত্ররা কলেজে বা স্কুলে আসেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যথা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ। যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্র বিশেষ সম্পর্কযুক্ত, তবুও ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এখানে গৌন। তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক সীমিত এবং শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্কুল বা কলেজের মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেলে এই সম্পর্ক আর স্থায়ী হয় না।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

গৌন গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Groups) :

গৌন গোষ্ঠীর ধারনাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(1) গৌন গোষ্ঠীগুলি আয়তনে বৃহদাকার হ'য়ে থাকে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরা ব্যপ্তি বা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে।

(2) সদস্যরা গৌনগোষ্ঠীতে যোগ দেয় নিজের ইচ্ছায় অর্থাৎ এখানে সদস্যপদ গ্রহণ করা বা না করা ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়।

(3) গৌন গোষ্ঠী গঠিত হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং সদস্যদের কাছে ঐ উদ্দেশ্যই আসল, তাদের মধ্যেকার কোন সম্পর্ক আসল নয়। সেজন্য এখানে সবরকম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুপস্থিত। আসল উদ্দেশ্য হ'ল সাংগঠনিক কর্ম সম্পাদনা। সদস্যদের সম্পর্কটি নিতান্ত গৌন।

(4) গৌন গোষ্ঠী কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এখানে মানবিক সম্পর্কগুলি সাধারণতঃ চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইনের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, এই ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে কার্যকরী হয়। এইভাবে যারা সাধারণভাবে অপরিচিত, তাদের পরস্পরের সংযোগ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(5) গৌন গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের মধ্যে সকলে সক্রিয় থাকে না। যেহেতু এই ধরণের গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা প্রচুর, সেই কারণে সকলেই সমানভাবে সক্রিয় থাকে না। কোন কোন সদস্য অত্যন্ত সক্রিয়, আবার কোন কোন সদস্যকে একেবারে নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। অধ্যাপক Vidyabhusan and Sachdeva, বলেছেন "Due to the absence of intimate relations some members of the group become inactive while some others are quite active."

(6) বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির কাজ হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, এখানে নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভরতা পরোক্ষ যোগাযোগ মাধ্যম। অর্থাৎ গৌন গোষ্ঠীর সদস্যরা নিয়ম কানুন অনুসরণ ক'রে যান্ত্রিক উপায়ে কর্ম সম্পাদন করে। তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ সম্পাদিত হয়, এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ থাকে না বা সম্পর্কের আদান প্রদানও হয় না।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

শিক্ষাক্ষেত্রে ও মানব সমাজে গৌন গোষ্ঠীর ভূমিকা (Role of Secondary Groups in Education and Human Society) :

মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃতি নির্ভর করে আনুগত্য বা একাত্মতার উপর। যোগাযোগ যেখানে ব্যক্তিগত হয় সেখানে পারস্পরিকতা থাকে। বৃহদাকার গৌন গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রয়োজনে প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রথম দিকে অপরের সঙ্গে একাত্ম হয় এবং ভালবাসা, স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ, শিষ্টাচার শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। — এই সমস্ত বৃত্তিগুলি পরবর্তীকালে বৃহত্তর গোষ্ঠী জীবনকে সমৃদ্ধ করে। এই ভাবেই প্রাথমিক গোষ্ঠীর "আমরা" মনোভাব গৌন গোষ্ঠীতে সঞ্চালিত হয়। সমাজজীবনের সংহতির স্বার্থে প্রাথমিক গোষ্ঠী ও বৃহত্তর গৌন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক সমাজে গৌন গোষ্ঠীগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজব্যবস্থা ক্রমশঃ জটিল ও বিস্তৃত হচ্ছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মানুষের প্রয়োজনও বিচিত্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। সরল অভিন্ন স্বার্থের জায়গায় বিভিন্ন মানুষের স্বার্থ বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই বহু বিচিত্র ও বিশেষ বিশেষ স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গৌন গোষ্ঠীসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টি হয় বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর (Special-Interest-Group)। এর ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে। এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। সেজন্য গ'ড়ে উঠেছে জটিল ও বৃহদাকার বিভিন্ন প্রকৃতির গৌন গোষ্ঠীগুলি। অতএব বলা যেতে পারে শিক্ষা এবং সমাজজীবনের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে গৌন গোষ্ঠীগুলি।

শিল্প বিপ্লবের ফলে এবং নগরায়নের ফলে বৃহৎ কলকারখানা গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার শ্রমিক সেখানে চাকরী করছে। গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়ছে। সরল আন্তরিক পরিবেশ ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়। জটিল শহরজীবন মানুষকে বিচিত্রপূর্ণ চাহিদার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সুতরাং মানুষের চাহিদার প্রকৃতিও গেছে বদলে। এই চাহিদা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন সংগঠন গ'ড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের পেশার বা বৃত্তির প্রয়োজনে এবং সমাজজীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিতৃপ্তির জন্য গৌন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হ'চ্ছে এবং সমাজের মানুষও তার সদস্যপদ গ্রহন করছে। সুতরাং আধুনিক সভ্য মানুষ অধিকসংখ্যায়

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

গৌন গোষ্ঠীর সৃষ্টি করছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে। আধুনিক সমাজে গৌন গোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গৌন গোষ্ঠীগুলি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কাছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দিয়েছে। শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে ব্যবসা, বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশাগত নানা ধরণের গৌন গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে যার ফলে ব্যক্তির কাছে আরও সুযোগ উন্মুক্ত হচ্ছে। এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য অধ্যাপক Vidyabhusan and Sachdeva বলেছেন "…. the secondary group have opened channels of opportunity. They provide a greater chance to develop individual talents."

গৌন গোষ্ঠীগুলি মানুষের কর্মনিপুনতাকেও বৃদ্ধি করে। গৌন গোষ্ঠীগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। উন্নত কর্ম পদ্ধতিও পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতা থাকার ফলে সকল দিকে নিপুণতা আনার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ হ'ল সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। শিশুর মধ্যে যে সম্ভবনাগুলি সুপ্ত থাকে তাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য গৌন গোষ্ঠীগুলি অপরিহার্য। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নাটক, কারিগরী শিক্ষা এ সমস্ত কিছুর জন্যই গৌন গোষ্ঠীর প্রয়োজন। বর্তমানে এই কারণেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, যার মধ্যে দিয়ে শিশুর সুপ্ত গুণাবলী পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও বিকশিত হবার সুযোগ পাচ্ছে।

গৌন গোষ্ঠীর সাহায্যে শিশুদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা সম্ভব। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সীমা সংকীর্ণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি। গৌনগোষ্ঠীর আকার বৃহৎ ও ব্যাপক। অনেক ক্ষেত্রে সারা দেশজুড়ে অথবা দুনিয়া জুড়ে থাকে তার ব্যাপ্তি। এর সদস্যরা সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করবে আশা করা যায়। জাতপাত বা প্রাদেশিকতা অথবা ধর্মান্ধতার উর্দ্ধে এক মুক্ত সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রবণতা আশা করা যায় গৌন গৌষ্ঠীর সদস্যদের কাছে।

সন্দেহ নেই আধুনিক সমাজে গৌন গোষ্ঠী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গৌন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকে। এই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আনা একান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অত্যন্ত

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

গুরুত্বপূর্ণ। গৌন গোষ্ঠীর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রাথমিক গোষ্ঠীর গভীর প্রীতিপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক একান্তভাবেই সাযুজ্য আনে। অতএব সমাজে একদিকে যেমন পরিবারের মত প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির প্রয়োজন, তেমনি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত বৃহদাকার গৌন গোষ্ঠীর প্রয়োজনও আধুনিক সমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গৌন গোষ্ঠী (Primary and Secondary Group) :

প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন দিকের পার্থক্য রয়েছে। আকারে ও আয়তনে প্রাথমিক গোষ্ঠী গৌনগোষ্ঠীর চাইতে অনেক ক্ষুদ্র। এই গোষ্ঠীর ব্যক্তি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে গৌন গোষ্ঠীগুলি আয়তনে ও আকারে অনেক বৃহৎ। আবার অনেক ক্ষেত্রে গৌন গোষ্ঠী সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। যেমন — 'রেডক্রশ সোসাইটি'।

প্রাথমিক গোষ্ঠীকে সংগঠনগত দিক দিয়ে বলা যায় সরল। কারণ এখানে অভিন্ন কর্মধারায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন সদস্যরা। কোন নিয়মবিধি অনুসরণ করে প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে না। অপরদিকে নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মবিধি অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে গৌন গোষ্ঠী যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। এখানে সদস্যদের আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ দৈনন্দিন ওঠা-বসা সবই একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষে, গৌন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সীমাবদ্ধ সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি, অন্তরঙ্গ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। কিন্তু গৌন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনরকম মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক বা অনেক সময় পরিচয়ও থাকে না। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখা যায়। সদস্যরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন জাতীয়স্তরে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এরকম করে থাকে। এখানে দলের স্বার্থকে প্রধান হিসাবে গণ্য করা হয়।

উপরিউক্ত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, এই দুই গোষ্ঠীর বিভাজন সঠিক বা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁরা বলেন, শ্রেণীবিভাজন হ'তে পারে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখে।

অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী (In-Group and Out Group) :

Folkway শীর্ষক রচনায় অধ্যাপক Sumner "আমরা" ও "তারা" এই মনোভাবের

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীকে অন্তর্গোষ্ঠী (In-Group) ও বহির্গোষ্ঠী (Out-Group) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যে সকল গোষ্ঠীর আমরা সদস্য এবং যার প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও আনুগত্য অত্যন্ত প্রবল তারা অন্তর্গোষ্ঠী। আর যে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য আমরা নই, সে সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতি আমরা হয় উদাসীন নয়ত শত্রুমনোভাবাপন্ন। সেইগুলি হল বহির্গোষ্ঠী।

অন্তর্গোষ্ঠী (In-Group) :

অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে সহযোগিতা ও আনুগত্য। এখানে সদস্যদের মধ্যে নিবিড় ও আন্তরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে। অধ্যাপক McIver and Page -এর মতে — "In group attitudes ... usually contain some element of sympathy and always a sense of attachment to the other members of the group." অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক গভীর "আমরা বোধ" (We feeling) থাকে এবং ঐক্য সংহতি, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্যও উপস্থিত থাকে। যেমন দেখা যায় পরিবার পাড়া, ক্লাব, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে। এই সমস্ত অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব এবং একে অপরের সুখে দুঃখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে।

তবে, অনেক সময় এই অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক উন্নাসিকতার মনোভাব দেখা যায়। সদস্যরা মনে করেন তাদের গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জীবনধারা অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্য গোষ্ঠীর প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করে এবং তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, এই ধরণের মনোবৃত্তি বা প্রবণতা সার্বজনীন এবং আদিমযুগ থেকেই চলে আসছে।

অধ্যাপক Sumner এই মানসিকতাকে অন্তর্গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে এবং সংরক্ষণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। যদিও এই ধরণের উন্নাসিক মনোভাব সামগ্রিকভাবে সমাজের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে প্রতিকূল তবুও অন্তর্গোষ্ঠীর পক্ষে তা অনুকূল। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ থাকলে তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে যা সমাজের ঐক্য নষ্ট করতে পারে। সমাজের প্রগতিও ব্যাহত হতে পারে।

বহির্গোষ্ঠী (Out Group):

বহির্গোষ্ঠী বলতে বোঝায় সেই গোষ্ঠীকে যে গোষ্ঠীর সদস্য "আমরা" নই, "তারা" বা "অন্যরা"। বহির্গোষ্ঠী হ'ল অন্তর্গোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত। সুতরাং "আমরা" যে গোষ্ঠীর সদস্য না হবার কারণে যাদের প্রতি হয় উদাসীন নয়ত শত্রুভাবাপন্ন তারাই আমাদের কাছে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

বহির্গোষ্ঠী। তাদের সঙ্গে একটি দ্বন্দ্বের বা প্রতিযোগিতার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। অন্তগোষ্ঠীর সদস্যদের মনের মধ্যে বহিগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ'ড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব দুটির সদস্যরা একে অপরের প্রতি প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করে।

অর্থাৎ মোহনবাগান ক্লাবের সদস্যদের কাছে মোহনবাগান ক্লাবটি একটি অন্তর্গোষ্ঠী। তাদের কাছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবটি হ'ল বহির্গোষ্ঠী। সুতরাং একে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

তবে অবস্থাগত পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির গোষ্ঠীগত পরিচয়ের পরিবর্তন হয়। অনেক সময় এক ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি গোষ্ঠীর সদস্য না হয়ে একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। এই পরিবার বা অন্তগোষ্ঠীর দুজন সদস্য আবার এমন দুটি গোষ্ঠীর সদস্য যারা একে অপরের কাছে বহির্গোষ্ঠী। এই দুই অন্তগোষ্ঠী ও বহিগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য অধিগ্রহণমূলক (Over-lapping) হওয়া অসম্ভব নয়।

সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে। যেহেতু গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন স্বার্থ বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গ'ড়ে উঠেছে, তাই তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অসংখ্য বিচিত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। যে সমস্ত ব্যক্তি একাধিক অন্তগোষ্ঠীর সদস্য তারা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই অত্যাধিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে সমাজে দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। সমাজে এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়। অর্থাৎ সামাজিক গোষ্ঠী এক দিক দিয়ে যেমন পরস্পরের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে, অপরদিকে তেমনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিকূল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্নাবলী

১) মানব গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ ? কত ধরণের গোষ্ঠী দেখা যায় ?

২) গৌন গোষ্ঠী কি? গৌন গোষ্ঠীর মানব সমাজে ও শিক্ষায় কিরূপ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?— আলোচনা কর।

৩) প্রাথমিক গোষ্ঠীর স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর। প্রাথমিক গোষ্ঠীর শিক্ষাগত তাৎপর্য কিরূপ ?

৪) প্রাথমিক ও গৌন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।

৫) অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA